দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 31 MAR 1998
পৃষ্ঠা ৮০ কলাম ৮

মৌলভীবাজার ডিগ্রী কলেজে হাজারো সমস্যা ॥ শিক্ষার পরিবেশ নাই

মৌলভীবাজার সংবাদদাতা ॥ মৌলভীবাজার জেলাবাসীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে তৎকালীন মৌলভীবাজার মহকুমার প্রশাসক এ বি সিদ্দিকী ও স্থানীয় কয়েকজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৯৫৬ সালে স্থানীয় হিসাবে মোট ৩৯ বিঘা ভূমির উপর প্রতিষ্ঠা করা হয় মৌলভীবাজার কলেজ। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এই কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন আবুলেইছ সাদ উদ্দীন। বর্তমানে অধ্যক্ষের দায়িত্বে আছেন এ.বি সিদ্দিকুর রহমান ভুঁইয়া। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে কলেজের প্রথম কার্যক্রম শুরু হয় স্থানীয় গণমিলনায়তনে। পরে কলেজটি স্থানান্তরিত করা হয় বর্তমান ভবনে। ১৯৭০ সালে কলেজটিতে পূর্ণমাত্রায় বিএ, বিকম ও বিএসসি কোর্স চালু হয়। ১৯৮০ সালের ১লা মার্চ কলেজটি সরকারী কলেজের অনুমোদন পায়। বর্তমানে এই কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা ১২২১ জন। মোট শিক্ষকের পদ আছে ৬০টি। কর্তব্যরত আছেন ৪৬ জন। শূন্যপদ আছে ১৪টি। এই ১৪টি শূন্য পদ হইতেছে যথাক্রমে বাংলা, ইংরেজী, অর্থনীতি, দর্শন, ইতিহাস, ইসলামী শিক্ষা, হিসাব বিজ্ঞান, গণিত, পদার্থ বিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা ও উদ্ভিদ বিদ্যা। প্রতিটি বিষয়ে ১ জন ও উদ্ভিদ বিদ্যায় ২ জন হিসাবে এই ১৪ জন শিক্ষকের পদ খালি আছে। জানা গিয়াছে যে, এই ১৪টি পদ গত ১ বৎসব যাবৎ খালি এবং কোন সময়ই এই ১৪টি পদ পূরণ হয় না। ফলে ৪৬ জন শিক্ষক দিয়াই ৬০ জনের কাজ চালাইতে হয়। ইহাতে প্রকৃত পাঠদান গুরুতর ব্যাহত হইতেছে। অপর দিকে কলেজের ৬ জন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অনিয়মিতভাবে ক্লাস নেওয়ার অভিযোগ আছে। অভিযোগে জানা যায় যে, এইসব শিক্ষক মাসে ৮/১০ দিন কলেজ করেন এবং মাসের বাকী দিন নিজ নিজ এলাকায় থাকেন। এ ব্যাপারে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ করিলে তিনি বলেন, এইসব শিক্ষক কোথায় থাকেন তাহা তিনি জানেন না, তবে, তাহারা নিয়মিত কলেজ করেন। এদিকে প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজ দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ থাকায় প্রিন্সিপালের অফিস ও প্রশাসনিক অফিসের কাজ কয়েকটি শ্রেণী কক্ষে চলিতেছে। ইহাতে ক্লাসের কাজে নিদারুণ সমস্যা হয়। কলেজে মোট শ্রেণী কক্ষের প্রয়োজন ২৬টি। বর্তমানে ব্যবহার করা হইতেছে মাত্র ৮টি।

এই ৮টি কক্ষে গাদাগাদি করিয়া ক্লাস নিতে গিয়া অনেক সময় অনেক পিরিয়ড বাদ দিতে হয়।

গত এইচ এস সি পরীক্ষায় মোট ১৫১০ জন অংশগ্রহণ করিয়া উত্তীর্ণ হয় মাত্র ২০৩ জন। এদিকে গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষক মিজানুর রহমানকে কতিপয় উচ্ছৃংখল ছাত্র শ্রেণী কক্ষে লাঞ্ছিত করে। এই ঘটনার প্রতিবাদে দুইদিন কলেজের সকল শ্রেণী কক্ষের কাজ বন্ধ ছিল। সব কিছু মিলাইয়া এই কলেজে লেখাপড়ার মান অত্যন্ত অবনতিশীল অবস্থায় আছে। এ ব্যাপারে মৌলভীবাজার শহরে দুইজন শিক্ষানুরাগী এডভোকেট মুজিবুর রহমান ও সাবেক সংসদ সদস্য এবাদুর রহমান চৌধুরীর সাথ আলাপ করিলে তাহারা অভিমত ব্যক্ত করিয়া বলেন যে, বর্তমানে দেশে কোন প্রচলিত শিক্ষা নীতি নাই এবং মৌলভীবাজার বাংলাদেশের কোন বিচ্ছিন্ন অঞ্চলও নয়। সংগত কারণেই উহার প্রভাব এই কলেজে রহিয়াছে। তাহারা এই কলেজে লেখাপড়ার অন্তরায় হিসাবে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করিয়া বলেন যে, প্রধান কারণ (১) অধ্যক্ষ না থাকা (২) কলেজ প্রশাসন ও কলেজ ছাত্র সংসদের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক না থাকা (৩) শিক্ষকরা কর্মস্থলে না থাকা এবং দীর্ঘদিন যাবৎ সাহিত্য, সংস্কৃতি ও খেলাধুলা হইতে বিরত থাকা। অপরদিকে জনৈক শিক্ষক অনুযোগ করিয়া বলেন যে, ছাত্র সংসদ না থাকাই ভাল, কারণ সংসদ নিজেদেরকে মনে করে কলেজ প্রশাসনের বিকল্প প্রশাসন। এই মানসিকতার ফলে কলেজ প্রশাসন অনেক সময় ভাঙ্গিয়া পড়ে। গত দুই বৎসর যাবৎ সংসদ না থাকায় আরামেই আছি। উল্লেখ্য, কলেজটিতে ১২টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করার দাবী দীর্ঘদিনের। এ ব্যাপারে গত ৯৭ সালে বিস্তারিত তথ্য জানাইয়া মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে চিঠি দেওয়া হইয়াছে।